ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় বরিশালের শিশু শ্রমিকরা

বরিশালে অসংখ্য শিশু ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। অধিকাংশ শিশুই আর্থিক অভাব-অনটনের শিকার হয়ে এ পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে। এসব শিশুশ্রমিকরা অহরহ নানান দুর্ঘটনা, মালিকপক্ষের নির্যাতনের শিকার ও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হ”ছ।

শহরের হাটখোলা কাঠের গোলা, বেলতলা, চাঁদমারী, স্টেডিয়াম বস্ি, কাশিপুর, তালতলী, পোর্ট রোড, হকার্স মার্কেট, শিশুপার্ক, পলাশপুর চরবদনা বস্ি, লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট, পদ্মাবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা করাতকল, বরফকল, ওয়েল্ডিং, এমিপি কারখানা, বিড়ি তৈরি কারখানসহ নদীবেষ্টিত বরিশালের বিভিন্ন নদীতে মাছ ধরার মতো ঝুঁকিপুর্ণ কাজে শিশুরা নিয়োজিত রয়েছে। আক্রান- হ”ছ নানা ধরনের রোগব্যাধিতে। এমনকি নানা দুর্ঘটনায় পড়ে শিশুরা প্রাণ হারা”ছ। স্সলটগুলো ঘুরে ও শিশুদের মারাত্মক ঝুঁকিপুর্ণ কাজ করতে দেখা গেছে। অধিকাংশ শিশু-শ্রমিকরা এসব ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা অবিরাম শ্রম দিয়ে বঞ্চিত হ”ছ ন্যায্য মজুরি থেকে।

এদের মধ্যে কারো বাবা নেই, কারো মা নেই, বাবার দুটি বিয়ে, পরিবারে বিবাহবি”ছদ, নদীভাঙন, ঋণগ্রস্সহ নানা সংকট ও সমস্যা প্রধান অন্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক সংকট, ভিটে-মাটি নদী ভাঙন বিলীন হওয়াসহ সমস্যা জর্জরিত হয়ে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, হিজলা, বাকেরগঞ্জ, বাউফল, ভোলা, চরফ্যাশন, দৌলতখানসহ বিভিন্ন স্থান থেকে এসব শিশু ও তাদের অসহায় পরিবার নগরীর বস্ি এলাকাগুলোতে বসতি গড়েছে। আর ঐসব বস্ি এলাকা ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিশুরা নিয়োজিত রয়েছে ঝুঁকিপুর্ণ নানা পেশায়।

নানা দুর্ঘটনা, রোগ-বালাই ও নির্যাতন সত্ত্বেও দিন দিন এ পেশায় শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে। এদের জন্য নেই চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিনোদন, আর্থিক সহায়তাসহ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা। মালিকপক্ষের শিশুদের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই কোনো নিয়ম-নীতি। ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও ওরা যেন অবহেলার, বঞ্চনার পাত্র। শুধু কাজ নিয়েই থাকে এসব মালিকদের সাথে শিশুদের সম্স্লর্ক। কয়েকজন শিশুশ্রমিক জানায়, কখনো ভোররাত ৪টা থেকে পরদিন বিকাল ৩টা আবার কখনো সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন- অবিরাম শ্রম দিলেও নেই বিশ্রাম, বিনোদন বা মুক্ত কথা বলার সামান্য ব্যবস্থা। চারদিকে অস্বাস্থ্যকর আর অব্যবস্থাপনার মধ্যেই প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু ঝুঁকিপুর্ণ নানা কাজ চালিয়ে যা”ছ দু’মুঠো অন্ন জোগাতে।

জাতিসংঘ শিশু সনদে ১৪ বছরের নিচের শিশুদের ঝুঁকিপুর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যাবে না–এ ধরনের নীতিমালা থাকলেও তা মানা হ”ছ না। এছাড়া ও বাংলাদেশে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমের ব্যাপারে এখনো পর্যন- কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ সরকারিভাবেই একটি কর্মসুচি রয়েছে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমকে না বলুন। শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, সরকারিভাবে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রম নিষেধের ব্যাপারে এখনো পর্যন- কোনো কার্যক্রম চালু হয়নি। তারা শুধু ঝুঁকিপুর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে চলেছে। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আভাস বরিশালসহ সারা দেশে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। ঐ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারিভাবে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুদের নিয়ে কাজ করার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর চিন্-ভাবনা করছে বলে তারা জানায়।

বেলতলা খেয়াঘাটে একটি করাতকলে (স-মিল) কাজ করে মাসুম হাওলাদার (১১)। কাঠের গুঁড়ো পুরো শরীরে জড়িয়ে আছে। অসহায় মাসুম একমাত্র বোন ও ছোট ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটাতে ও নিজের অন্ন জোগাতে বরিশালে আসে। এক আত্মীয় মাসুমকে করাতকলের ঝুঁকিপুর্ণ এ কাজটি ধরিয়ে দেয়। প্রতিদিন কাঠোর পরিশ্রম করে সে মাত্র ২৫/৩০ টাকা আয় করে। এতে কোনোমতে খাবার ব্যবস্থা হলে পার্শ্ববর্তী পলাশপুর বস্িতে এক দোকানির অব্যবহৃত একটি র“মে রাত কাটায়।

হাটখোলা শিশুপার্ক বস্ির এমপি কারখানায় বোতল পরিষ্কার-পরি”ছন্নতার কাজ করছে শিশুশ্রমিক রায়হান খান (১২)। রিকশাচালক পিতা দু’বছর পুর্বে মারা গেছেন। মা বড় বোনসহ পরিবারের ৩ সদস্যের খোরাক জোগাতে হয় রায়হানকে।

প্রতিদিন কারখানায় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিরতি শেষে ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তার কাজ করতে হয়। এতে ৫০/৬০ টাকা প্রতিদিন আয় হয়। এ ঝুঁকিপুর্ণ কাজে বোতল ভেঙে রায়হানের কবয়েকবার হাত কেটে যায়। গেল সপ্তাহে পুনরায় হাতে আঘাত পেলে তা এখনো শুকায়নি। ঔষধ নিজের রোজগারের টাকায় কিনতে হয়। কারখানার মালিক হাতে জখম হলেও বোতল ভাঙার কারণে গালমন্দ করে ।

শিশুশ্রমিক শহিদুল (১৩) কেস্টোল বরফকল বস্তিতে বসবাস করে। সৎ মা তার তৃতীয় শ্রেণীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। রিকশাচালক পিতার আয়ের সাথে রায়হানের আয়-রোজগার একত্রে মিলে চলে তাদের সংসার। পার্শ্ববর্তী পদ্মাবতী বরফকলে প্রতিদিন বরফ টেনে আয় হয় ৪০/৫০ টাকা। বরফের বোঝা কোনোক্রমে ফেলে দিলে মালিক জরিমানা বাবাদ ৫ টাকা মজুরি থেকে কেটে নেয়।

জেলার শিশু-বিষয়ক কর্মকর্তা পঙ্কজ রায় চৌধুরী জানান, ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রম রোধ করার জন্য যে কর্ম-পরিকল্পনা করা হচ্ছে তা দারিদ্র্যের কারণে সম্ভব নয়। ঝুঁকিপুর্ণ পেশা থেকে শিশুদের ফিরিয়ে আনতে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার একটি চুড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিশুদের পরিপুর্ণ নিরাপদে রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া উচিত। তবে বর্তমানে সরকারিভাবে ঝুঁকিপুর্ণ কাজে শিশুদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ চলছে বলে ও তিনি জানান।

সুপারিশমালা :

১. ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমে একাধিক এনজিও সংস্থার কাজ করা উচিত।
২. সরকারিভাবে পদক্ষেপ নিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৩. জাতিসংঘ শিশু তহবিলসহ শিশুদের জন্য আসা শিশুদের সাহায্যের টাকা সমানভাবে ব্যবহারের জন্য সরকারিভাবে কঠোর আইন প্রণয়ন।
৪. কারখানা-মালিকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুকে ঝুঁকিপুর্ণ পেশার পরিবর্তে ঝুঁকিমুক্ত পেশায় দেয়ার ব্যবস্থা করা।
৫. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : নজরুল বিশ্বাস, গোপাল মজুমদার বাপ্পি, গাজী শাহ রিয়াজ ও ঝর্ণা রায়